১. পরিচয় পাত্র

কবীর সুমনের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি

মাননীয়েষু,

আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি আপনার গানের শ্রোতা অনেকদিন ধরেই। আপনার গান ভাল লাগত, লাগে, কেন লাগে তা বলতে পারব না। আমার এমন কোন সাংগীতিক বোধ নেই যে এর ব্যাখ্যা দেব। যেমন বহু মানুষের সৃজিতের ছবি ভাল লাগে, কেন লাগে তা তাঁরা জানেন না, কারণ তাঁদের সিনেফাইল জীবনের অভ্যাসের মধ্যে বেড়ে ওঠা হয়ে ওঠেনি। আপনার গান নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করতেও আসিনি, এ আমার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। নান্দীপাঠেই ঘন্টা কাবার করব না, সে আশ্বাস দিচ্ছি।

আপনাকে সরাসরি কবীর সুমন বলে সম্বোধন করলাম। জনাব বা সাহেব বললাম না। আমি মানুষের ধর্মপরিচয়ে তাকে সম্বোধন করা সাধারণত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। একটি ঘটনা মনে পড়ল। জামাতের প্রাক্তন আমীর এবং রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা সদ্যপ্রয়াত গোলাম আজম এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা এবং মুজিবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজুদ্দিন আহমেদকে, যিনি ১৯৭১ এ মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সম্বোধন করেছিলেন "শ্রী তাজুদ্দিন" নামে। অর্থাৎ আওয়ামী সেকুলার রাজনীতিকে হিন্দু ঘেঁষা এবং মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় চক্রান্ত প্রমাণে মরিয়া জামাত নেতা এই ধরনের সম্বোধনের রাজনীতি ব্যবহার করেছিলেন। আমি এতে আস্থাশীল নই।

আমি মনে করি যে হিন্দু বাঙ্গালিরা আপনার ধর্ম পরিবর্তন প্রসঙ্গ টেনে এনে আপনার রাজনৈতিক মতের বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা ঘোরতর অন্যায় করেন। কিন্তু আপনিও যেভাবে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈধতা দিতে ধর্মের প্রসঙ্গ, ধর্মান্তরের প্রসঙ্গ আর persecution প্রসঙ্গকে নিয়ে আসেন বিজ্ঞাপনের মত তাকেও আমার বিশেষ রুচিকর বলে মনে হয়না। আপনি যা লিখছেন তাহা ফেসবুক পোস্ট মাত্র, Acts of the Apostles বা উইলিয়াম কেরী মার্কা অনুবাদে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী নয়, যে থেকে থেকে সন্ত পিতর, সন্ত যাকোব, সন্ত

থোমাদের অত্যাচারিত হওয়ার দৈব গালগল্প চালানোর দায় থাকবে আপনার। আমি নিজেকে পৃথক করে নিলাম এইসব থেকে। এজন্যই আমি আমার কোন বন্ধুকে পুজো-বিজয়া বা ঈদের শুভেচ্ছা জানাই না কদাচ। তাতে মানুষের প্রভেদটাই বাড়িয়ে তোলা হয় বলে আমি মনে করি।

সাম্প্রতিক সময়ে খাগড়াগড় কাণ্ডে আপনার বিবৃতি অনেকের কাছেই অস্বস্তির কারণ হয়েছে। আপনি দাবী করছেন এই বিস্ফোরণ কোন সন্ত্রাসবাদী কাজ কিনা তার প্রমাণ নেই, দাবী করছেন বিস্ফোরণে নিহত একজনের নাম কেন স্বপন মণ্ডল, বলছেন তেমন বিস্ফোরক হলে গোটা বাড়িটাই উড়ে যেত। বলছেন মমতা কেন ইসলামী মৌলবাদীদের মদত দেবেন, কি তাঁর স্বার্থ?

এ বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে অন্য একটি বিষয় একটু দেখে নেওয়া ভাল। তসলিমা নাসরিন অতি সম্প্রতি টুইট করেছেন এই মর্মে যে আপনি তাঁর বিরুদ্ধে থাকা নানা ফতওয়া সমর্থন করেছেন, তাঁর বই নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন করেছেন, তাঁর নির্বাসনকেও। তিনি এমন দাবীও করেছেন যে আপনি তাঁর ফাঁসির দাবী সমর্থন করেছেন তিনি আপনার প্রফেট/নবীর বিরুদ্ধে লিখেছেন বলে। সেখানে গিয়ে মন্তব্য করেছেন অন্তত দুজন সুপরিচিত হিন্দুত্ববাদী, একজন বিজেপি একজন হিন্দু সংহতি নেতা, আমি তাঁদের মন্তব্য উপেক্ষা করেছি সম্পূর্ণ। এই দাবীর একাংশ যে সত্যি আমি তা জানি, আদিত্য নিগমের এই বিষয়ে লেখা কাফিলার একটি পোস্ট আমি খুঁজে পেয়েছি। সেটা বই ব্যান করা সংক্রান্ত। কিন্তু ফাঁসির দাবী কি আপনি করেছেন সুমন?

আমি অন্তত তসলিমাকে অবিশ্বাস করার খুব একটা কারণ দেখছিনা। আমার মনে আছে কিছুদিন আগেই তসলিমার ভিসা বিতর্কে আপনি এই সময় কাগজে বলেছিলেন যে তসলিমার উচিত তাঁর বিতর্কিত বক্তব্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা, আমাদের দেশের বাস্তবতা বোঝা, প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত লোকজনের সঙ্গে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া। আমি তারপরেই আমার ফেসবুক থেকে আপনাকে বাদ দিই, এবং স্ট্যাটাস দিই। হায়দরাবাদে যে এমআইএমের লোকেরা তসলিমাকে আক্রমণ করেছিল, যারা নিজামের রাজাকার বাহিনীর অবশেষ বলে তাঁর কাফিলার রচনায় লিখেছেন আদিত্য নিগম, তাদের সঙ্গে আপনার কোন পার্থক্য পাইনি। আমি লিখেছিলাম কার সঙ্গে কি মিটিয়ে নেবেন তসলিমা? 'প্রথম আলো' সম্পাদক মতিউর রহমানের মত বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের (সকলের অবগতির জন্যে জানাই যে জুম্মাবারের

বিশেষ নামাজে খুৎবা পাঠ যিনি করেন তাঁকেই বলে খতিব) হাতে পায়ে পড়বেন কাগজে প্রকাশিত ধর্মের অবমাননাকারী ছবির জন্য? মাপ করবেন সুমন, যেদিন ডনিগারের হিন্দুধর্ম বিষয়ক বই দীননাথ বাটরা সাহেবের চাপে বাজার থেকে তুলে নিল পেঙ্গুইন সেদিনও আমি উত্তেজিতভাবে দীননাথদের বিরুদ্ধে লিখেছি, বই ডাউনলোড করার লিঙ্ক শেয়ার করেছি, আবার যেদিন বাংলাদেশের বিখ্যাত দুই নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীরের বই 'অবিশ্বাসের দর্শন' সেদেশের ফ্লিপকার্ট রকমারি ডট কম সরিয়ে নিল ফেসবুকার মৌলবাদী এবং নানা জনকে নিয়মিত হত্যার হুমকি দিয়ে জেল খাটা শফিউর রহমান ফারাবীর চাপে, সেদিন তাঁদের বইও শেয়ার করেছি। অবিশ্যি আমি তো সাধারণ মানুষ। রাজনীতি করিনা, ধর্ম করিনা।

যারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে নানারকম কথা বলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের সামলাতে বাংলাদেশের মানুষ এই মর্মে তর্ক করতেন, "ঠিক আছে, বিচার নিরপেক্ষ করার নিশ্চয়তা থাকবে, ঠিক আছে, আওয়ামী লীগ যে নানা অপরাধে অপরাধী তাও মেনে নিলাম, হ্যাঁ, সব হত্যার তদন্তই করা দরকার, এইবার বলুন যুদ্ধাপরাধীর বিচার চান না চাননা?" আমিও এইভাবে কয়েকটি কথা স্পষ্ট করে বলিঃ

১। সামগ্রিকভাবে কোন সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা ঘোরতর অন্যায়।

২। এই মুহূর্তে যেভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে লাভবান হবেন বিজেপি নেতারা।

৩। যে মাদ্রাসা ছাত্রটিকে হত্যা করা হল তার মৃত্যুর তদন্ত দাবী করছি। এবং করব।

৪। যে দুই গরিব রাজমিস্ত্রি সন্দেহের বশেই গ্রেপ্তার হলেন কাশ্মীর পুলিশের হাতে এবং তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন দাবী করা হল তাঁদের জন্য আমি উদ্বিগ্ন, নকশালপন্থী এক সমাজকর্মী এব্যাপারে আমাকে জানান, আমি তাঁকে বলেছি হেবিয়াস করপাস করতে, এবং বিষয়টা ফেসবুক মারফত সবাইকে জানিয়েছি।

এরপর মূল প্রসঙ্গে আসি। বাংলাদেশে কিন্তু খাগড়াগড় প্রবল আলোচনার সৃষ্টি করেছে, ঢাকা এব্যাপারে অনুরোধ করেছে দিল্লিকে বলেই শোনা যাচ্ছে, শেখ হাসিনা আনন্দবাজারে সাক্ষাৎকার দিয়ে কৌশলে অনেক কথাই বলেছেন, মমতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের ধারণা অনেকদিন ধরেই বেশ মন্দ। তিস্তাচুক্তি এবং

সীমান্তচুক্তি বাস্তবায়নে মমতার অনীহাকে তাঁরা আওয়ামী সরকারকে বিপদে ফেলার একটা চাল হিসেবেই দেখেছেন এবং আওয়ামী লীগ সমস্যায় পড়লে সুবিধে কাদের হবে সেটা কানার ভাই অন্ধও জানে (একটু বাংলাদেশি বাগধারা ব্যবহার করে ফেললাম)। আমি যখন ৭১ টিভিতে ইন্টার্ভিউ দিয়েছিলাম তখন আমাকে সঞ্চালক স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী রাজনীতি কতোটা প্রাসঙ্গিক, মমতার এহেন আচরণের কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমি জানাই যে সাচার কমিটির রিপোর্টে সংখ্যালঘু মানুষদের বেহাল আর্থসামাজিক অবস্থা তাঁদের প্রণোদিত করেছিল তৃণমূলের দিকে যেতে আর তার ফলশ্রুতিতেই সেই ২৭% ভোট সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করেছে তৃণমূল। ঐতিহাসিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বৃহদাংশ বাংলাদেশের প্রতি এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল নন, ভারতের অন্য প্রদেশেও ছবিটা মোটের ওপর এক। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মুসলিম মেজরিটি দেশ পাকিস্তান (ইসলামী দেশ নয় কিন্তু, যা ছিল জামাত গুরু মৌদুদীর আপত্তির কারণ, ইসলামী দেশ হতে হলে ইসলামী শাসনতন্ত্র থাকতে হবে, কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন থাকবে না, থাকবে শরীয়া) ভেঙ্গে ভাষা এবং এথনিসিটির ভিত্তিতে একটা দেশ তৈরি হওয়া তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি অনেকেই। লখনউ ছেড়ে এসে কলকাতা নিবাসী এক উর্দু কবি ১৯৭১-এ বাঙালি কবিদের সমতলে নেমে এসে বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছিলেন বলে শহরের সব উর্দু কাগজ এক বছর তাঁর লেখা বয়কট করে।

ভারতীয় জামাত তাদের বাংলাদেশি গুরুভাইদের বাঁচাতে সবকিছুই করেছেন। জনমত সংগঠিত করেছেন ভারতে, কেরালায় নানা সেমিনার, সভা করেছেন, কলকাতায় একাধিক মিছিল করেছেন। তাঁদের রাজনৈতিক দল নবগঠিত ডাবলুপিআই মুর্শিদাবাদের এক নির্বাচনে মূলধারার দলের ভোট কেটে প্রায় ১২% ভোট পেয়েছে। গোলাম আজম একদা বলেছিলেন তাঁদের প্রধান কার্যালয় ১৯৭১ এও ছিল লাহোর, এখনও লাহোর। জামাত তাই একটি আঞ্চলিক সংগঠন মাত্র নয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী, যুদ্ধাপরাধ বিচারের অন্যতম দাবীদার শাহরিয়ার কবীর তথ্যচিত্র করে দেখিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের সংগঠনগুলির সঙ্গে কিভাবে এদের যোগ আছে।

মমতা সরকার এদের প্রথম থেকেই আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন। কলকাতায় শাহবাগের সংহতিতে মিছিল আটকে দেওয়া হয়েছে, অপরপক্ষে সাঈদী-নিজামীদের মুক্তির দাবীতে মিছিল পুলিশি সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ উপ হাই কমিশনে। ময়দানে

সভা করে শেখ হাসিনাকে কলকাতায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর ছবি পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জামাতি শক্তিবৃদ্ধিতে লাভবান হয়েছে বিজেপি এবং তার নানা শাখা প্রশাখা। এদের উত্থানও কলকাতায় হয়েছিল মোটামুটি ২০০৮ থেকে, তখন সিপিএম দুর্বল হতে শুরু করেছে, তৃণমূল আসব আসব করছে। ২০০৯ এ ক্ষমতায় আসে লীগ, ২০১০ এর মার্চ থেকে শুরু হয় যুদ্ধাপরাধ বিচার। সেই শুরু জামাতের এপারে পালানোর। পরবর্তীকালে তৃণমূলের একাধিক সাংসদের নাম জড়িয়েছে সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত থাকার জন্য, কিন্তু দল তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। একজনকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র। শাহবাগ বিরোধী মিছিল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়, 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির বাড়বাড়ন্তের কথা বলেছিলেন। সেখানে উঠে এসেছিল গ্রামেগঞ্জে তারেক মানোয়ার হাসানের ওয়াজ বাজানোর প্রসঙ্গ। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা জানিয়েছে ২০১৩য় এক বছরে ১০০ র বেশি সাম্প্রদায়িক সংঘাত হয়েছে এই রাজ্যে, যা আগে ছিল অভাবনীয়। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ বাংলাদেশের নয়া দিগন্ত নামক জামাতি পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন, যে মিডিয়া হাউসের প্রধান জামাতের মজলিশে শুরা সদস্য মীর কাসেম আলি, এই রবিবার যাকে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিল।

আপনি তারেক মানোয়ার হাসানের ওয়াজ শুনেছেন সুমন? বা জামাতের নায়েবে আমীর, যুদ্ধাপরাধের দায়ে আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজ (নামের আগে আল্লামা লিখলাম না, কারণ আল্লামা অর্থ জ্ঞানী, ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে এটি নামের আগে কেউ বসাতে পারেন না)? আমি, আমার ব্যক্তিগত উৎসাহ হেতু, শুনেছি। এবং অনেকগুলি শুনেছি। সাঈদীর কণ্ঠের আমি ফ্যান হয়ে উঠেছিলাম বলা চলে। এরা ওয়াজে কি বলেন পারলে একটু শুনে দেখবেন।

খাগড়াগড়ে নাম উঠে এসেছে বাংলাদেশের জেএমবি বা জমিয়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ নামক জঙ্গি সংগঠনের। আপনি নিশ্চয় জানেন এদের নেতা সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই, যে আফগানিস্তান যুদ্ধে লাদেনের সহচর ছিল, সে কিভাবে রাজশাহী জেলায় সমান্তরাল প্রশাসন চালাত? কিভাবে ২০০৪ এর ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনা সহ গোটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে হত্যা করতে চেয়েছিল এরা, যার পরিকল্পক ছিলেন খালেদা জিয়া পুত্র তারেক রহমান, খালেদা সরকারের শিল্পমন্ত্রী এবং জামাতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী (যুদ্ধাপরাধে

এবং আলফা জঙ্গিদের অস্ত্র সরবরাহের মামলায় আলাদা আলাদা করে ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত), সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এবং জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহম্মদ মুজাহিদ (যুদ্ধাপরাধ হেতু ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুতফুজ্জামান বাবর (অস্ত্র মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়েছে), আব্দুর রহমান পিনটু প্রমুখ। নিশ্চয় জানেন বাংলা ভাই আর শায়খ আব্দুর রহমানের ফাঁসি হয়েছে মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিনের সামরিক সরকারের আমলে? এরা বাঙ্গালির সঙ্গীত সংস্কৃতির বিরোধী ছিল সুমন, ঢাকার রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখে ছায়ানটের রবীন্দ্রগানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে অনেক সঙ্গীত শিক্ষার্থী শিশুকে এরা হত্যার চেষ্টা করেছিল। এদেরই সঙ্গে বর্ধমান কাণ্ডের যোগের কথা এসেছে বারবার, বিশেষ করে বাংলাদেশের কাগজে। এটা তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু আপনি তো একজন গানের মানুষ, ফৈয়াজ খান সাহেবের কবর যারা ধ্বংস করেছে তাদের তীব্র ঘৃণা করেন, করাই উচিত। সেইসঙ্গে নাহয় এদেরও একটু ঘৃণা করলেন সুমন? ঘৃণার ভাগে কি কম পড়ে যাবে তাতে?

আপনি ফেসবুকে এক মন্তব্যে দেখলাম তাবলীগি মুসলমানদের তাচ্ছিল্য ভরে ইসলামবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন, কেন সুমন? তাবলীগ জামাত শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার করে, মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয় তাদের নিজেদের মত করে, আত্মিক জিহাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অস্ত্রের জিহাদের বদলে, রাজনৈতিক ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদের এড়িয়ে চলে বলে? এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে করে থাকে কারা জানেন তো? জামাতে ইসলামী আর হিজবুত তাহরীরের মত দল। আপনিও কি এদের মতাদর্শে বিশ্বাস করেন? বহু জঙ্গিবাদী ইসলামী ওয়েবসাইটে তাবলীগের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়, সৌদি গ্র্যান্ড ইমাম তাদের আক্বীদা ঠিক নেই বলে একবার ফতওয়া দিয়েছিলেন এবং সেটা কোন যুক্তিতে কোন আয়াত উল্লেখ করে তাও আমি জানি। এদের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু আপনার? আপনি কি আলেম, আল্লামা, ওলামা, মাশায়েখ? কত বছর আরবী পড়েছেন? কোন পাঠক্রম, দেওবন্দি না অন্য কিছু? কোন মাদ্রাসা? কোন ইউনিভার্সিটি মদিনা না আল-আঝার? যাকে তাকে ইসলামবিরোধী ঘোষণা করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?

আলীয়া মাদ্রাসা আর খারিজি বা কওমী মাদ্রাসার পার্থক্য মানুষকে বোঝাতে হবে। কিন্তু খারিজি বা কওমী মাদ্রাসার সমস্যাগুলি তো তাতে চাপা পড়ে যাবে না। এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আমরা আধুনিক যুগে জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করে ছেড়ে দিচ্ছি, যাদের একমাত্র রোজগারের রাস্তা, সাঈদী সাহেবের ভাষায়, কারো বাপের জানাজা পড়িয়ে ১০ টাকা আয় করা। ধর্মের শিক্ষা সেকুলার

প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ এবং স্কলারলি ভাবে ক্লাসিকাল ভাষা আর দর্শন চর্চার মাধ্যমেই হওয়া উচিত, এই ধরনের ধর্ম শিক্ষা পরধর্মবিদ্বেষী মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরগাছা শ্রেণীর মানুষ তৈরি করে, তৈরি করে হুজুরদের ক্যাননফডার। আল্লামা শফি, জুনায়েদ বাবুনগরী এই গরিবের ছেলেদের নাস্তিকদের ফাঁসির দাবীতে পথে নামান, পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দেন। বিনিময়ে নিজেরা রোজগার করেন প্রভূত অর্থ। আওয়ামী-বামপন্থী জোট সরকারের বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই মাদ্রাসাগুলিকে চেয়েছিলেন সরকারের আওতায় আনতে, শফি হুজুররা হুমকি দিয়েছিলেন যে তাহলে দেশে রক্তগঙ্গা বইবে। মাদ্রাসা ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগে জল ঢেলে দেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী। এদের দিয়ে মাদ্রাসায় গ্রেনেড তৈরি করাতে গিয়ে দুটি ছেলেকে বিস্ফোরণে মেরে ফেলেন হেফাজতের নায়েবে আমীর মুফতি ইজাহারুল ইসলাম চৌধুরী। তবু চেষ্টা করেছিলেন নাহিদ। বাংলাদেশ পারে, আমরা পারিনা কেন?

আপনি গেয়েছেন "শোন তালিবান তালিবান/আমি তোমাদের সাথে নেই/ আমি ধর্মে মুসলমান/ আছি লালনের সঙ্গেই"। লালনের হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের বাইরের মূর্তি কিন্তু কওমী মাদ্রাসা ছাত্ররা গিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল সুমন। আর তালিবানরা সকলেই মাদ্রাসা ছাত্র, তালেবা শব্দের মানেই ছাত্র, তাই থেকেই তালিবান। তাদের চেয়ে বেশি আরবী আপনি নিশ্চয় জানেন না।

বরং এই বিষয়টা নিয়ে কথা হয়না কেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন গ্রামের গরিব সংখ্যালঘু মানুষকে অবৈতনিক সরকারি শিক্ষা আর মিড ডে মিলের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি, কেন তাকে মাদ্রাসায় যেতে হয়? সবাই ছেলেমেয়েকে কোরআনে হাফেজ করতে চান এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিক্ষার অধিকারের দাবী পিছিয়ে পড়ল, উঠে এল মাদ্রাসা শিক্ষার অধিকারের দাবী?

আজ বাংলাদেশের ইতিহাস তার সবচেয়ে কঠিন সময় পেরচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আর রায় কার্যকর করে দেশকে অভিশাপমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শেখ হাসিনা। আমাদের কাছে তারা বৈরীভাব আশা করেন না। সে ঐতিহ্য আমাদের নয়।

আপনি একদা বলতেন আপনার এক পিতৃবন্ধুর কথা, যিনি বাংলাদেশে গিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন। আওয়ামী নেতারা কিভাবে তাঁর কথা তোলায় বিরক্ত হয়েছিলেন আপনার সফরকালীন তাও বলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন না বিএনপি

দলটির ইতিহাস কি? আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে বহু জমি দখলের অভিযোগ আছে, তাদের দলে অনেক বেনোজল রয়েছে, সব কথাই সত্যি। কিন্তু বিএনপির পার্টি লাইন আদর্শগত ভাবে পৃথক। ২০০১ এ ক্ষমতায় এসে তারা আর জামাত সংখ্যালঘুদের ওপর কি ভয়ানক সন্ত্রাস চালিয়েছিল মনে আছে? হুমায়ুন আজাদ যাকে বলেছেন হিন্দু তরুণীদের উপর দিয়ে ধর্ষণের ঝড় বয়ে যাওয়া? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে শাহাবুদ্দীন কমিশন গড়েন, রিপোর্ট জমা পড়ে। পূর্ণিমা শীলের বহু আলোচিত গনধর্ষণ মামলা (তার মা বলেছিলেন, বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, একজন একজন করে যাও, নইলে মরে যাবে) ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই এখনো বিচার শেষ হয়নি। অন্য একটি ক্ষেত্রে বিচার চলছে, যেখানে বিএনপি অফিসে গণধর্ষণ করে যোনিতে বালি আর কাচের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে।

যোনির মত এক রম্য, সুন্দর এবং কৌতূহলোদ্দীপক প্রদেশে পারস্পরিক সম্মতিতে জিভ এবং পুরুষাঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কদর্যতা একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে আমি ভাবতেই পারিনা। কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ, রাজনীতি করিনা, ধর্মীয় রাজনীতি করিনা, সুমন।

শামসুর রহমান দেশত্যাগী সংখ্যালঘুদের জন্য একটি আশাবাদী কবিতা লিখেছিলেন, নাম'সুধাংশু যাবে না'। তার শুরুটা এইরকমঃ

লুণ্ঠিত

মন্দির, আর অগ্নিদগ্ধ বাস্তুভিটা থেকে

একটি বিবাগী স্বর সুধাংশুকে

ছুঁলো

'আখেরে কি তুমি চলে যাবে?' বেলা শেষে

সুধাংশু ভস্মের মাঝে খুঁজে

বেড়ায় দলিল, ভাঙা চুড়ি, সিঁদুরের স্তব্ধ কৌটা,

স্মৃতির বিক্ষিপ্ত পুঁতিমালা।

স্বর বলে, 'লুটেরা তোমাকে জব্দ ক'রে

ফেলে আশে পাশে

তোমার জীবনে নিত্যদিন লেপ্টে

থাকে

পশুর চেহারা সহ ঘাতকের ছায়া,

আতঙ্কের বাদুড় পাখার নিচে

কাটাচ্ছ প্রহর,

তবু তুমি যেও না সুধাংশু।'

পরে বড় দুঃখে এর একটা প্যারডি করেছিলেন আলমগীর হুসেন, নাম দিয়েছিলেন 'সুধাংশু তুই পালা'। তার একটু তুলে দিলামঃ

পাগলামি করিসনে বন্ধু সুধাংশু

সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে

এবার যে তোর পালানোর বেলা

জিদ করিসনে বন্ধু, এখনই তুই পালা।

জানি তুই কী ভাবছিস বন্ধু সুধাংশু

দাঁড়িয়ে হাহাকারের ছোঁয়ায়

জড়ানো শ্মশানসম বাস্তুভিটায়

সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাণচঞ্চল

দিনগুলো, আমাদের ছেলেবেলা

কিন্তু এবার যে তোর পালানোর

বেলা, এবার তুই পালা।...

আরও জানি

বন্ধু সুধাংশু

তোর ষোড়শী বোনটি 'মিলা'

দুষ্টামির ছলে আর বলতে পারবে না: আলমদা তুমি এত কৃপণ কেন?

চলো মেলায় নিয়ে, কিনে দিতে হবে সুন্দর একটি মালা।

তথাপি তোকে পালাতে যে হবে, এবার তুই পালা।...

মিলাকে যে বিশ্ব জয় করতেই হবে বন্ধু সুধাংশু

অসাধারণ সুন্দরী মেধাবী মিলার

জন্য এক ধর্ষিত, অচ্ছুৎ,

অভাগী নারীর জীবন -

হবে মানবতার জন্য এক অমার্জনীয়

ব্যর্থতা।

তাই আমার কাতর মিনতি বন্ধু, এখনই তুই পালা।

বিজেপি ভাল করেই জানেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের ঘাঁটি গাড়ার উপায় বাংলাদেশ বিষয়ে যে sentiment এখানে কাজ করে তাকে শ্রীলঙ্কার তামিলদের নিয়ে তামিল ভাবাবেগের মত খুঁচিয়ে তোলা। এখানে বিষয়টা তামিলনাদের চেয়েও সাংঘাতিক হতে পারে, কারণ ওখানে সমস্যা এথনিক, ধর্মীয় ততটা নয়। সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতা মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে, দেশভাগের সময় যারা এদেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বসতি করেন সাতক্ষীরার মত সীমান্ত এলাকায় তাদের মধ্যে জামাতের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এপারে চলে আসা হিন্দুদের ক্ষেত্রে বিজেপি ঘাঁটি গাড়তে পারেনি উদ্বাস্তুদের নিয়ে বাম আন্দোলনের কারণেই (বাম মানে কেউ শুধু সিপিএম মনে করবেন না দয়া করে)। আজ বামপন্থীদের সামগ্রিক দুর্বলতার সুযোগেই শক্তিশালী হচ্ছে বিজেপি। আমরাও বহুযুগ এই ইস্যুগুলিকে কার্পেটের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, আজ বোতল থেকে বেরিয়ে এসেছে এই দৈত্য। সব ধরনের মৌলবাদকেই আক্রমণ করতে পারিনি আমরা, সেই সুযোগে সেই জায়গা দখল করেছে হিন্দুত্ববাদ।

আপনি ভাবুন তো সুমন, সাঈদীর বরিশাল (প্রথম আলো ২০০১ এ লিখেছিল সাঈদীর নির্বাচনী কেন্দ্র পিরোজপুর সংখ্যালঘুদের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে) বা নিজামীর পাবনা থেকে পালিয়ে আসা কেউ যখন দেখেন এদেশের রাস্তায় সাঈদী-নিজামীদের মুক্তির দাবীতে মিছিলকে সাহায্য করছে মমতার পুলিশ, কি মনোভাব হয় তাঁর? এরপরেও কি বুঝিয়ে দিতে হবে মমতা কিভাবে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি তরান্বিত করছেন?

আমি কিন্তু অন্য বাংলাদেশকে চিনেছি, যে বাংলাদেশের পাশে আমাদের থাকতেই হবে। তাই খাগড়াগড়ের তদন্ত জরুরী। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' এর শেষাংশ, যেখানে শিবিরকর্মী তরুণটির উত্তরণ ঘটে এক হিন্দু তরুণীর প্রেমে, তারা পরস্পরকে চুম্বন করতে করতে দেখতে পায় সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে লাল সূর্য উঠছে। এ নাহয় গল্প, নাস্তিক ব্লগার সুব্রত শুভের কথা তো মিথ্যে নয়। ঘটনাচক্রে হিন্দু পরিবারে জন্মানো নাস্তিক ব্লগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র সুব্রত গ্রেপ্তার হন ধর্মে আঘাত করার জন্য, বিপ্লব রহমান, রাসেল পারভেজদের সঙ্গেই। তার মুসলিম প্রেমিকা ক্যামেলিয়া পাগলের মত ছোটাছুটি করত উকিলদের দরজায় দরজায়, আদালতে এসে কাঁদত হাউহাউ করে। ক্যামেলিয়া লিখেছিল, রাস্তায় যেতে যেতে কল্পনা করে সে যে দেশটা চলে গেছে কিছু হিংস্র মানুষের হাতে, পর্দা করে না বলে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বলে, হিন্দু ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বলে পিঠে দোররা মেরে তাকে রক্তাক্ত করা হচ্ছে, এ লড়াই তাই তারও লড়াই। সুব্রত আর ক্যামেলিয়া, আমি যতদূর জানি, বিয়ে করেছে।

শামসুর রহমানের কবিতার শেষাংশ দিয়ে শেষ করছি আমার প্রলাপঃ

আকাশের নীলিমা এখনো

হয়নি ফেরারি, শুদ্ধাচারী গাছপালা

আজও সবুজের

পতাকা ওড়ায়, ভরা নদী

কোমর বাঁকায় তন্বী বেদিনীর মতো।

এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও

পরাজিত সৈনিকের মতো

সুধাংশু যাবে না।

ধন্যবাদান্তে,

জনৈক

সহনাগরিক

২. কবীর সুমন

সঙ্কলের জন্য:

বরাবরই আমার কথাবর্তা, চালচলন, জীবনচর্যা, মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক, ধর্মান্তর, নাম-বদল, গণ-আন্দোলনে যোগদান, তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়ানো - অনেক কিছু নিয়ে নানান মানুষ আমার ওপর হাড়ে চটা। ইদানিং তা বেড়ে যাচ্ছে। এক একটি লেখাকে কেন্দ্র করে নানান মত উঠে আসছে। কারুর কারুর কথা জেনে মনে হচ্ছে আমায় lynch `করতে পারলে তাঁদের প্রাণ জুড়োয়। সবই হলো, হচ্ছে, কেবল আধুনিক বাংলা গানে আমি যে কাজ করে গেলাম ও করে যাচ্ছি তা নিয়ে কেউ এখন পর্যন্ত কোনও আলোচনা শুরু করেননি। শুধু লেখা নয়, সুর, অর্কেস্ট্রেশন, গানের সঙ্গে বাজানো, মঞ্চ পরিবেশনা, অধ্যবসায়, ৬৬-তেও এই আওয়াজ বজায় রাখা (সে-জন্য যে অনুশীলন রোজ করতে হয়)... না, এসব নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। আমার গুষ্টির তুষ্টি যাঁরা করছেন (মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাঁদের ঘর আলো করে আরও সন্তান আসুক) তাঁরা একটু চেষ্টা করে দেখুন না - আমায় গাল দিতে দিতেই এবং আমার নানান ছিদ্র খুঁজতে খুঁজতেই বাংলা গানে বা বাংলা ভাষায় কিছু অবদান রাখতে। এক সময়ে সি পি আই এমের বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় আজকাল পত্রিকায় চিঠি দিতেন - সুমন ৬০ জনকে নিয়ে আসে তার হয়ে চেঁচানোর জন্য। কতো রকমের ধাপ্পাই না দিয়েছেন তিনি ১৯৬৫ সালে। তার জেরে তিনি সি পি আই এমের টিকিট পেলেন, কিন্তু তৃণমূলের তাপস পালের কাছে গো-হারান হেরেও গেলেন। লাগাতার সুমন-প্যাঁদানো তাঁকে টিকিট এনে দিল, কিন্তু বিজয়মাল্য এনে দিল না। - তা আজকের সুমন-প্যাঁদানেওয়ালারা আমায় গাল দিতে থাকুন, মুণ্ডর ভাঁজতে থাকুন, আর তারই ফাঁকে আমাদের ভাষায় কিছু অবদান রাখতে। আমার আসল কাজ তো গানবাজনা। আসুন, স্বাগত, আমার বিরুদ্ধে মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরচিত গান শোনান বা রবি ঠাকুর বা অতুল প্রসাদ বা সলিল - লোকের মন জয় করে নিন। প্রকাশ্যে টিকিট বিক্রী করুন, তা মনিটর করার জন্য চাইলে দিল্লি থেকে লোক আনুন। --- এবারে শুনুন, বিকল্পটা যদি হতো বি জে পি না বামফ্রন্ট, আমি নিতাম বামফ্রন্টের পক্ষ। কিন্তু বামফন্টিরা কোথায়? বিকল্প যদি হতো বি জে পি না এস ইউ সি আই, আমি বলতাম এস ইউ সি আই। কিন্তু বিধানসভায় এস ইউ সি আই এর কটি আসন? বিকল্প যদি হতো বি জে পি না কংগ্রেস, আমি বলতাম

কংগ্রেস। কিন্তু এ-রাজ্যে কংগ্রেসের জোর কতটুকু। বিকল্প যদি হয় বি জে পি না মমতা-সরকার, আমি নিতাম মমতা-সরকারের পক্ষ। নিলাম। এ-জন্য যে বা যতোজন আমায় যা যা বলতে চান বলে যান। কুকুর পুষুন আমার নামে। - আমার এই বক্তব্যটি জেনে মমতাসমেত তৃণমূলের অনেকেই সম্ভবত আঁৎকে উঠবেন। ওরে বাবা, আবার সেই কবীর সুমন!! - মা ভৈ! আমি এই রাজ্যে বি জে পি/আর এস এসের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে আমার সামনে আমার নিজের যে বিকল্প তার কথাই বললাম। - এবারে, সুমনকে-ঘৃণা-করে-মেরেধরে-অপবাদ-দিয়ে-ফাটিয়ে-দেনেওয়ালারা একজোট হয়ে নেমে পড়ুন। আমার বাড়ির ঠিকানা ১৯/জি, বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন, কলকাতা ৪৭। আসুন সকলে। স্বাগত। মশাল, ত্রিশূল, বন্দুক, পেটো, লাঠি হাতে আসুন। আমি ছাড়া পুরুষ মানুষ নেই। স্বচ্ছন্দে আমায় নানান অত্যাচার করে পোড়াতে পারবেন। কেউ বাধা দেবে না। আমি বাড়িতেই থাকি। আমন্ত্রণ রইল। - কেউ কেউ ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনায় নেমেছেন। তাঁদের একজন তাঁর লেখায় লিখেছেন বাংলাদেশের এক প্রগতিশীল শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে ইসলামী মৌলবাদীরা এক সময়ে যে হামলা করেছিলেন তা নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারতাম। তিনি খবর রাখেন না। ঘটনাটা ঘটেছিল (অন্তত একটি ঘটনা) ১৯৯০-এর শেষ দিকে। তার পরের দিন ঢাকায় সাবিনা আর আমার একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে সাবিনা আমার লেখা একটি বক্তব্য পাঠ করেছিলেন শুরুতে। তাতে আমরা ধিক্কার জানিয়েছিলাম ঘটনাটির। আমরা দুজন ঠিক করে রেখেছিলাম যে সেদিন আমরা বাংলাদেশের "দেশের গান" এবং এক ধার থেকে গণসঙ্গীত গাইব। শুধু গিটার নিয়ে আমি সমানে গণগান গেয়েছিলাম - একেবারে "লাল"মার্কা। সাবিনাও গেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি পেশাদার অনুষ্ঠানই ছিল। উদ্যোক্তারা সাধুবাদ দিয়েছিলেন। ইন্টেলেকচুয়াল ছোট ভাই ও ছেলেমেয়েরা আমার, ফেলানি খাতুনকে নিয়ে আমি যে গানটি বেঁধে রেকর্ড করে ওয়েবসাইটে দিয়েছি সেটি যে বেমালুম ভুলে গেলেন। বাবুসোনারা, খালাম্মাকে নিয়ে কটা গান লিখেছেন বাঙালীরা? তসলিমা নাসরিন তাঁর পি বি এস প্রকাশিত 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থের ৪৯/৫অ পাতায় কী কী লিখেছেন জানেন তো সুমন-প্যাঁদানেওয়ালারা? আমি প্রাণদণ্ডের বিরোধী। তাঁর বা অন্য কারুর ফাঁসি আমি দাবি করিনি। তিনি যদি টুইটারে এ কথা বলে থাকেন তো বলব তিনি মিথ্যেবাদী। - আপনারা আর কোন্ কোন্ ব্যাপারে আমায় তিরস্কার করতে, গাল দিতে, খুন করতে চান - রোজ ঠিক করুন, আর চালিয়ে যান। আমার যা যা বলার বলে দিচ্ছি। আর - হ্যাঁ, বাংলা ভাষায়

মৌলিক অবদান রাখুন। মঞ্চে আসুন আমার সঙ্গে। আপনারা একটা গান গাইবেন, আমি একটা। এইভাবে। যাকে খুশি আনতে পারেন। ঢাকা, বোম্বে, কাম্বে, উটাকামাণ্ড, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড। বাংলা ভাষায় মৌলিক গান। আপাতত, ফেলানি খাতুন, ছত্রধর মাহাতো আর কোটেশ্বর রাও কে নিয়ে আর হ্যাঁ, বেগম রোকেয়া ও খালাম্মাকে নিয়েও একটা করে গান বাঁধুন। সব চেয়ে ভালো হয় প্রেমের গান। আসবেন? ত্রিশূল, মশাল, বন্দুক নিয়েই আসুন। আগে গানবাজনা হবে, তার পর আমায় lynch করবেন না হয়। দেশে, দুনিয়ায় শান্তি নেমে আসবে।

৩. পরিচয় পাত্র

সকলের অবগতির জন্যে জানাই যে মাননীয় কবীর সুমন আমার খোলা চিঠির উত্তর দিয়েছেন। আমার কোন বক্তব্যই তিনি খণ্ডন করতে পারেন নি, একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেন নি। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম এই, ১। আমি যেন তাঁর মত গান করে, বেঁধে দেখাই, ২। তিনি এমপি পদে থাকাকালীন অনেক গভীর নলকূপ বসিয়েছেন। আমার উত্তর হল গান করা আমার পেশা নয়, গান আমি জানি না, আমি এমপি নই, কোনদিন হতে চাই না, গভীর বা অগভীর কোন নলকূপের সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি যে জরুরী বিষয়গুলি তুলে এনেছি তার কোন উত্তর তাঁর কাছে নেই। সুমন বলেছেন তসলিমার রচনায় ধর্ম নিয়ে প্রফেট নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য আছে। আমি আবার তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে সেটার জন্য তাঁর লেখা ব্যান করাকে সমর্থন করা যায়না। সুমন হয়ত জানেন না যে প্রফেট এবং আব্রাহামিক ধর্ম বিষয়ে একটা আস্ত সমালোচনামূলক উপন্যাস লিখেছেন হুমায়ুন আজাদ, যার নাম 'শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার'। আমি কারুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিইনা, দিতে চাই না, কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে তার বই ব্যান করতে হবে এটা আমার কাছে ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। সুমন বলেছেন তিনি যদি রামকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু লেখেন তবে কেমন লাগবে। তাঁর জানা উচিত যে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কঠোরতম সমালোচনা করে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায় লিখেছেন মুক্তমনা ব্লগে। সে লেখাটি বেশ নামকরা। বিবেকানন্দকে নিয়ে অসাধারণ মননশীল প্রবন্ধ লিখে তাঁর মত খণ্ডন করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার' বইতে সেটি আছে। আর আমার কিছুই আসে যায় না রামকৃষ্ণ বা কালীকৃষ্ণ বা গোপীকান্ত বা এমন কাউকে নিয়ে

কিছু লেখায়। আমি হিন্দু নই। আমার নাম-পদবী দেখে আমাকে হিন্দু ভাবলে বিরাট ভুল হবে। আমার লেখায় একটি তথ্যগত ভ্রান্তি থেকে গেছিল, ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হয় ঢাকার রমনা বটমূলে, চট্টগ্রামে নয়, উদীচীর অনুষ্ঠানে হামলা হয় যশোরে, আর রমনায় হামলায় যুক্ত ছিল মুফতি হান্নানের হরকত-উল-জিহাদ গোষ্ঠী, পরেরটিতে বাংলাভাই এর জেএমবি। বাংলাভাইদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে, আর মুফতি হান্নান বন্দী, বিচার চলছে। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ আমার লেখাটি পছন্দ করেছেন, শেয়ার করেছেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, একটি ইংরেজি কাগজের সহ-সম্পাদক, এবং মৌলবাদ বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ অদিতি ফাল্গুনি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহম্মদ নাসের আমার লেখা শেয়ার করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। অনেক মানুষ আমাকে মেসেজ করে ভাল লাগা জানিয়েছেন, তাদের একজন জানিয়েছেন তাঁর মা ৭১ এর বীরাঙ্গনা, তাঁরা বাগেরহাটের লোক ছিলেন। আমি বলেছি আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন, আর বাগেরহাটের রাজাকার প্রধান ছিল জামাতের নায়েবে আমীর আবুল কাশেম মোহম্মদ ইউসুফ, বিচারাধীন অবস্থায় যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, আমার দুঃখ তার ফাঁসি হলনা বলে। এত মানুষের ভালবাসায় আমি স্নাত। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

৪. কবীর সুমন

"কী বলব! এই হল আমাদের পয়গম্বর ব্যাটার চরিত্র, আর তার জোব্বার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আল্লাহ্ নামের ধোঁকা। এই ইসলামকে পৃথিবীর কোটি কোটি বুদ্ধু আজও টিকিয়ে রাখছে...।" :

তসলিমা নাসরিন, "দ্বিখণ্ডিত" (পৃষ্ঠা ৫০), প্রকাশক পি বি এস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৩

****

এক বাঙালি "কবীর সুমনের উদ্দেশে খোলা চিঠি" নামে এক জ্ঞানগর্ভ লেখা পোস্ট করেছেন। তাতে বা তার সূত্রে যেসব কথাবার্তা পোস্টেড হয়েছে তাতে আছে তসলিমা নাসরিন নাকি টুইটারে জানিয়েছেন আমি তাঁর ফাঁসি দাবি করেছি। আমি প্রাণদণ্ড বিরোধী। তাঁর বা কারুরই ফাঁসি দাবি করিনি। - তা এইসব সংবেদনশীল, দুর্দান্ত বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা যদি একবার জানাতেন শ্রীমতী

তসলিমা নাসরিনের ঐ উদ্ধৃতিটি পড়ে তাঁদের কেমন লাগছে। তাঁরা কি মনে করেন এইরকম লেখা ছাপানো যেতেই পারে – এটা লেখকের অধিকার।

এই দুর্দান্ত জাগ্রত বিবেকরা আফজল গুরুর ফাঁসির ব্যাপারে কী কী লিখেছেন বা বলেছেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে একটা খোলা চিঠি?

বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গিরা এক প্রগতিশীল সঙ্গীতগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে হামলা চালানোর পর আমি অন্তত কী করেছিলাম তা আগের একটি পোস্টে লিখেছি – অবশ্য যদি সেই হামলাটি ৯-এর দশকের শেষের দিকের সেই কুৎসিৎ ও ভয়াবহ হামলাটা হয়ে থাকে। তার পর হয়ে থাকলে আমার ঠিক জানা নেই। সব খবর তো রাখা হয়ে ওঠে না। ঠিক যেমন অনেকেরই ঠিক জানা হয়ে ওঠেনি শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর "দ্বিখণ্ডিত" গ্রন্থে কী কী লিখেছেন। আমার মনে পড়ল – সম্ভবত ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌স্টিটিউটে সাবিনা আর আমার অনুষ্ঠানটি ছিল। তার আগের দিন বা তার কয়েকদিন আগে ঐ হামলাটি হয়েছিল। আমি একটি লেখা তৈরি করে দিয়েছিলাম ঐ ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সাবিনা সেটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন এই অসামান্য শিল্পী। কারণ ঐ লেখাটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ্য একটা রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান নিয়েছিলেন ইস্‌লামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। তারপর সাবিনা প্রধানত দেশের গান গেয়েছিলেন, আর আমি শুধু গিটার সহযোগে একের পর এক গণসঙ্গীত গেয়েছিলাম। খোলা চিঠির মাননীয় লেখক, আপনি ও আপনারা কি জানতেন ঘটনাটির কথা?

আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে আর কোনও গান-বাঁধিয়ে শিল্পী এসেছেন কি যিনি আমি যত বিষয়ে, এমনকি বাংলাদেশ বিষয়ে যত গান বেঁধে গেয়েছি বাজিয়েছি তার একটা ভগ্নাংশও করেছেন? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে, হিন্দুদের প্রশ্ন আমার "একটি প্রদীপ" গানটি কি শুনেছেন, মাননীয়রা? এবারে বলুন, মহোদয়বৃন্দ, সারা পৃথিবীতে আমার মতো কেউ এত রকম বিষয়ে সমানে গান বেঁধে গেয়ে গিয়েছেন? মাননীয়রা, শুধু বাংলাদেশ নিয়েই আমার যত গান আছে খোদ বাংলাসেশেই হয়তো অত গান কারুর নেই। শাহ্‌বাগ আন্দোলনের সময়ে যে গানগুলি আমি বেঁধেছিলাম, খোলা-চিঠি-লেখক, সেগুলোর কথা কিঞ্চিৎ? তার পর বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গিরা আমার নামে ঠিক আপনাদের অনেকের মতোই গাল পেড়েছেন। নাকি জানেন না সেই কথা?

শুনুন, এসব কথা না লিখলেও চলত। ইচ্ছে করে লিখলাম। কেন্নোদের সখ হয়েছে গোখরোকে টক্কর দেবে। আমার একটা গান আছে: "বিরোধীকে বলতে দাও।" – "হিংসুটে, ক্লীব, অপদার্থদের বলতে দাও" – না, এমন কোনও গান আমার নেই। – নানান ইন্‌কন্‌সিস্টেন্সি আমার চরিত্রে। একটা কাজ করুন – মামলা করে জেলে পুরে দিন বা সদলবলে আমার বাড়িতে এসে আমায় মেরে দিন। চলে আসুন। রাস্তাতেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আর্থরাইটিসের রুগী, ২০১১ সালের নিউমোনিয়া–হামলার পর ডাক্তাররা বামায় আগাপাস্তালা পরীক্ষা করে বলেছিলেন "সেনাইল ডিজেনারেশন" শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সহজেই ঘায়েল করতে পারবেন আমাকে। চিন্তা কিসের? আপনারা তো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। পয়সা–অলা লোক সব। ভদ্দোরলোক। সবাই চুক্তি করে এক জায়গায় মিলিত হোন। তারপর আক্রমণ।

আর হ্যাঁ, প্রথমেই শ্রীমতী তসলিমা নাসরিনের লেখার যে উদ্ধৃতি দিয়েছি সেটি পড়ে আপনারা অনেকে হৃষ্টচিত্তে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন। আর, যদি সম্ভব হয় Edward Said-এর লেখা Orientalism বইটা একটু পড়বেন? আরাম পাবেন।

ওই উদ্ধৃতিটি দেওয়ায় কেউ যদি মনে আঘাত পেয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। কিন্তু এইভাবে ছাড়া অন্য কোনওভাবে আমার উপায় ছিল না কথাগুলো জানানোর। আমি শুনেছি, ঐ বইটির যে সংস্করণ বাংলাদেশে ছাপা হয় তাতে ঐ পাতাগুলি ছিল না। আমার কথা ভুল হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কোথাকার কোন তসলিমা নাসরিন বা কেউ ইসলাম বা প্রফেট মহম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কী বলল তাতে ঐ ধর্মের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার যায় আসে। কারণ, শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন ও আমি অন্তত পাকা বাড়িতে থাকলেও আমার দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে বাসাগুলিতে থাকেন সেগুলি সহজদাহ্য। সব দিকেই তরলমতি ও অল্পেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে নাশকতামূলক কিছু করে ফেলার লোক থাকেন। সক্কলে তো শ্রীমতী তসলিমা নাসরিনের মতো আলোকপ্রাপ্ত নন। নবীর নামে এতো জঘন্য কথা বললে অনেক মুসলমানের মনে আঘাত লাগে। ঠিক যেমন আমি যদি লেখকের অসীম স্বাধীনতার জিগির তুলে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দর মতো আরাধ্য মানুষদের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে ঐরকম বিষ্ঠা ছাপাই তাহলে শুধু হিন্দুদের না অনেকেরই খারাপ লাগবে। তাঁরা রেগে যাবেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল "আমি কেন খৃষ্টান নই" নামে একটি বই লিখেছিলেন। নানান যুক্তি দিয়েছিলেন তিনি।

তাই বলে মহামানব যিশু সম্পর্কে তিনি কদাকার কথা বলেননি। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধু বলেননি। মাইরি তসলিমা নাসরিন ও তাঁর অনুগামীরা এবং আমায় জ্ঞান-দিতে-চাওয়ার দল, আমার নামে আরও গাল দিন। দিয়ে যান। বাড়িতে এসে বাড়ি জ্বালিয়ে দিন। ঐ ধরণের মানসিকতা ত্যাগ করুন। - এই, শুনুন, আমি এখন গান শেখাই। শিখবেন আমার কাছে? যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট দশেক আমায় জঘন্যতম গাল দিতে পারেন বা মারতে পারেন, বিনি পয়সায় শেখাব। Offerটা দেওয়া রইল। - আমার কুচুমুনি-মুন্‌মুনিয়া-তুতুভুতু-আদর-কাড়ানিয়াদের দল, মনটাকে পরিষ্কার রাখুন, হিংসে করবেন না কাউকে, দেখবেন শান্তি ও আনন্দ পাবেন। সকলের চিবুক ধরে আদর করে দিলাম।

৫. পরিচয় পাত্র

মাননীয় কবীর সুমনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের এইখানেই আমি ইতি টানছি আপাতত, কারণ তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল Edward Said এর Orientalism পড়ার আবদার এবং ad hominem নানা মন্তব্য। আমাকে সুমন কেন্নো, হিংসুটে, ক্লীব এবং অপদার্থ বলেছেন। আমার এটা দেখে খুবই খারাপ লাগছে যে একজন প্রথিতযশা শিল্পীর কাছে তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার কোন উপায় নেই, তাঁকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তিনি নিজেকে গোখরো বলেও দাবী করছেন। এইসব করে তাঁর গুণগ্রাহী অগণিত মানুষকে যে তিনি প্রতিনিয়ত অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছেন সেটা কেন বুঝতে পারছেন না আমি জানি না। তাঁর যে সম্মান প্রাপ্য সেটা তাঁকে আমি আমার লেখায় দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দেব। তিনি আমাকে কেঁচো, কেন্নো, প্রেতাত্মা, অক্টোপাস, হনুমান, অশ্বত্থামা, মদন মিত্র ইত্যাদি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করি।

৬. কবীর সুমন

দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছি অনেকেই ঠিক করে রেখেছেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন, আমাকে সর্বসমক্ষে হেয় করবেন। এতে আমি অভ্যস্ত। শ্রী পরিচয় পাত্র নামে এক ব্যক্তি (দেখলাম অস্ট্রেলিয়ায় পি এইচ ডি স্তরে অধ্যয়ন করছেন) আমাকে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি যা যা লিখেছেন তার কয়েকটির

জবাব আমি দিয়েছি। আমার পোস্ট পড়লেই বোঝার কথা। সব কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য, তা কেন। অনেক কথা আছে, এক কথায় যার জবাব হয় না। যেমন, "আপনি শেষ কবে আপনার স্ত্রীকে ঠেঙিয়েছেন?"

দেখতে পাচ্ছি – বেশ বড় এক দল মানুষ (বাঙালি) আমায় নানান কারণে ঘৃণা করেন। বিভিন্ন ভাবে খোঁচাতে চান। ভাবেন – তাতে আমার খুব ক্ষতি হচ্ছে ও হবে। নির্বোধ। তাঁরা জানেনও না, জানতে চানও না কতোটা পথ, কী বিচিত্র পথ আমি পেরিয়ে এসেছি, এক জীবনে কী কী করেছি, এখনও করে চলেছি। আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি।

এখন ৬,৪৫। সকাল। আর মোটামুটি ৩০ মিনিটের মধ্যে আমি কন্ঠ অনুশীলনে বসব। এক ঘন্টা। তারপর রাগসঙ্গীত রেয়াজ। সারাদিন থেকেথেকেই। এটাই আমার প্রধান কাজ। গুরুদের আশীর্বাদে এখনও কিছু লোক টিকিট কেটে আমার গানবাজনা শুনতে আসে। তেমনি, আজ সন্ধেবেলা দক্ষিণ কলকাতার এক ঘরোয়া আসরে (পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাক্রে স্মরণে) আমার বাংলায় খেয়াল গাওয়ার কথা। ৪০ মিনিট বড়জোর। মোট তিনজন শিল্পী থাকছেন। একজন সনাতন খেয়াল। একজন সরোদ। আর বাংলা খেয়ালে আমি। জীবনসায়াহ্নে আমি এই পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে আছি। – এ আমার শেষ কাজগুলির একটি। এ ছাড়া, আমার হাত্রছাত্রীদের দিয়ে ছোটখাটো অপেরা তৈরি করতে চাই। বিস্তর খাটতে হবে। আমার ছাত্রছাত্রীদেরও। – এই হলো আমার আসল কাজ।

শ্রী পাত্র নিতান্তই ভালো মানুষ তাই জানেন না যে তাঁর আগে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় নামে এক মহানুভব সি পি আই এম মানুষও আমার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তুলেছিলেন। দু'একটি কাগজে বেশ কিছুদিন হল আমার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তোলা হয়ে আসছে। "খোলা চিঠি" নামে অবশ্য নয়। এক সময়ে আজকাল ও আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার সম্পর্কে নানান কথা, নানান প্রশ্ন ছাপানো হতো। পাঠকরা সম্পাদকের পাঠাতেন। আমি সেগুলোর উত্তর দিয়ে দিয়ে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতাম। পাত্র–মহোদয়, ঐ পর্ব আগেও তো যথেষ্টরও বেশি ছিল। এখনও, দেখুন, আপনার উল্লেখ করা কিছু ব্যাপার নিয়ে লিখেছি আগের পোস্টে। অস্ট্রেলিয়া অনেক দূর। আমার কথাগুলো হয়ত সেই কারণে আপনার কাছে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে।

আগেও শয় শয় বাঙালি আমার নামে ঝুড়িঝুড়ি কু-কথা লিখেছেন। আমি নাকি ঐ বিপ্লববাবুকে টেলিফোন করে গাল দিতাম -এই মর্মে বামফ্রন্টের পুলিশ আমায় লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলেন। সেই ষড়যন্ত্রে মিডিয়াও জড়িত ছিল। আমি লালবাজারে কমিশনারের ঘর থেকে বেরোনোমাত্র অসংখ্য মিডিয়া ফোটোগ্রাফার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও অবস্থাটা হয় কতকটা ফায়ারিং স্কোয়্যাডের সামনে দাঁড়ানোর মতো। আমি এক পাশে। আমার উল্টোদিকে ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠছে, যেন বন্দুকের ব্যারেল। পাত্রবাবু তাঁর অনুগামী সুমন-ঠাঙাড়ুদের নিশ্চই বেশ লাগছে ছবিটা ভেবে? সেলিব্রেট করুন। পরের দিন সব কাগজে আমার ছবি সমেত খবরটা বেরোয়। জঘন্যভাবে। সাগরময় ঘোষ মহাশয় তখনও বেঁচে, যদিও 'দেশ;' থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি আমায় আমার কৈশোর থেকে চিনতেন। তাঁর আমলে আমি 'দেশ'এর জন্য নিয়মিত লিখতাম। তিনি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চেয়েছিলেন আমার কাছে। একজন সত্যিকার ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। - কিন্তু দেখুন, পাত্রবাবু, জীবনের কী লীলা। পরে সেই আজকাল পত্রিকায় আমি দু'বছর ধরে সাপ্তাহিক কলম লিখেছি। সম্পাদক আমার বন্ধু। এবারের শারদীয় সংখ্যাতেও লিখেছি। আনন্দবাজার পত্রিকায় তো আজও সংগীতের ওপর মাসিক কলম লিখে চলেছি। এই মনান্তর, এই মৈত্রী। প্রাপ্তবয়স্কদের বাস্তব জগৎটা এইরকম। বিচিত্র। একমুখী নয় সব সময়ে। সেই কারণেই এতো মজাদার। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে পারলে আপনিও টের পাবেন।

অসংখ্য বাঙালি ১৯৯২ সাল থেকে প্রকাশ্যে বা আড়াল থেকে আমার পেছনে লেগেছেন, আমার নামে নানান কুৎসা ছড়িয়েছেন, ছাপিয়েছেন। শুধু সেগুলি নিয়েই একটা আস্ত বই হতে পারে। এখনও সেই একই চেষ্টা করে যাচ্ছেন অনেকে। দেখবেন, বিশেষ কাজের কাজ হবে না। কারণ, আমার কাজ সকলের জন্য নয়। কিছু লোকের জন্য। সেই "কিছু লোক" আমার কাজের সঙ্গে থাকবেন, যতদিন আমি ভাল কাজ করতে পারি।

আপনারা রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলছেন। বেচারারা। আসুন না, এখানে ফিরে এসে, এই মাটিতে দাঁড়িয়ে সংসদীয় রাজনীতি করুন, করে দেখান। বা মাওবাদী হোন। পারবেন? রাজনীতি কিন্তু কথা আর বুকনি দিয়ে হয় না। খোলা চিঠি লিখে হয় না। এখনও মাও-এর কথাটা অনেকাংশে সত্য: বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। তা ছাড়াও সংগঠন করতে হয়। ভেবে দেখুন না - আমি তো নেহাতই ফালতু। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী সাহেব কত বড়। কতো বড় বড়

কাজ তিনি করছেন। যেমন জীবনদায়ী ওষুধের দাম অনেকটা বাড়িয়ে দিলেন। যেমন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পটা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। ১০০ দিনের কাজ বস্তুটি কী জানেন তো? মানুষের স্বার্থে তাঁকে একটা খোলা চিঠি দিন। অথবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে? তাঁদের সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে সুখ পাবেন। – যদি সংসদীয় রাজনীতি করতে চান ভোটে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন। আপনাদের এলাকায় ঘুরুন। মানুষের কথা শুনুন। চেষ্টা করুন ভোটে জিততে। দেখুন না চেষ্টা করে। তারপর চেষ্টা করুন উন্নয়নের কাজ করতে। আর নয়তো মাওবাদীদের সঙ্গে যোগ দিন। তাঁদের কাছে ট্রেনিং নিন। দেখুন না চেষ্টা করে।

দূর থেকে যাঁরা আমায় নানাভাবে ছোট করছেন এখানে চলে এসে গণসংগঠন করুন। যাঁরা কাছাকাছি আছেন ভৌগলিকভাবে তাঁরা এখনই শুরু করে দিন। তা ছাড়া অন্য যে কোনও দিকে সত্যি সত্যিই excel করুন। সময় লাগবে যে। আর শুধু 'কথা' দিয়ে যে সেই কাজটি হবে না। এমন উৎকর্ষ অর্জন করুন যে–কোনও ক্ষেত্রে যাতে অন্তত দশজন আপনাদের কাজের তারিফ করেন, যাতে সেই কাজ একটুআধটু হলেও বিক্রী হয়, যাতে সেই কাজ আরও কিছু কাজের রাস্তা খুলে দেয়। এমন জিনিস বানান যেটা বেচে খেতে পারবেন, খাওয়াতেও পারবেন। ভালো শিক্ষক হোন। ভালো ভালো ছাত্র তৈরি করুন। কিছু একটা করুন – দূর থেকে খিস্তি করে আর ফেসবুকে আমার বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে কী লাভ? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের যে ইন্টারনেট নেই। তারা ফেসবুকে নেই। কী হবে? তাঁদের কাছে আপনাদের সুমন–ঘেন্নাটা পৌঁছে দেবেন কী করে? কাজেই আমার–আপনাদের দেশের জনগণের কাছে আমার সম্পর্কে আপনাদের নানান অভিযোগ নানান গালাগাল পৌঁছে দেবার জন্যেও এখানে এসে, এখানকার মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করা দরকার মানুষের মধ্যে। চেষটা করুন।

পাত্রবাবু, আপনার কাছে ওরিয়েন্ট্যালিজম বইটি পড়ার আবদার করিনি। ওটি পড়ে দেখতে বলেছি। আপনি যে কেন্নো তা আপনি আবার প্রমাণ করলেন। আর আমি যে কোন বর্গের জাতসাপ তা জানার জন্য আপনাকে সত্যিই একটু খাটতে হবে। ২০০৯ সালে যাদবপুর সংসদীয় এলাকায় আমাদের শত্রুরা জানার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জীবনে দাঁড়ান। উৎকর্ষ অর্জন করুন – শুধু খোলা চিঠি লেখায় নয়। আর, ও, কটা ভাষা শিখেছেন পাত্রবাবু? চেষ্টা করুন ইংরিজি ছাড়াও আরও অন্তত দুটি ভাষা

শিখতে। অনেক পড়তে জানতে পারবেন। হয়তো শিখেছেন। কিন্তু আপনার ও আপনাদের লেখা পড়ে, লেখার মধ্য দিয়ে হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে – "শিক্ষা আপনার/আপনাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি।" – আম্মো তো নেহাত বি এ পাশ। স্কুলে ফেল করতাম। একাডেমিক দিক দিয়ে আমি সেই জায়গায়, মানুষ হিসেবে আপনি/আপনারা এই মুহূর্তে যে জায়গায় রয়েছেন।

বড় হয়ে উঠুন এবারে। কেমন? আর কতোদিন "চিরখোকা হে ছেড়ো না মোরে" গানটা গাইবেন। আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম। আপনি/আপনারাও হবেন। আশা করি এই নশ্বর জীবনটা শেষ হবার পরেও কেউ কেউ অন্তত বছর দশেক আপনাকে/আপনাদের মনে রাখবে এমন কাজ করে যাবেন।

আল্লাহ্ আপনার/ আপনাদের মঙ্গল করুন।

৭. কবীর সুমন

এটি লিখেছেন শ্রী সৈকত চক্রবর্তী। যে কথাগুলি তিনি যেভাবে লিখেছেন সেগুলি কিছু মানুষের অন্তত জানা দরকার। – আমার এক পুরনো বন্ধু আমায় এস এম এস করে বলেছেন, "আপনি নিজেকে আদৌ জাস্টিফাই করছেন কেন? উদাসীনতা দিয়ে উড়িয়ে দিন ওদের কথা।" এক দিক দিয়ে ঠিকই লিখেছেন তিনি। কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে এমনই সব কথা ছাপার অক্ষরে দেখে আসছি তো, তাই সব সময়ে উদাসীন থাকতে পারি না। – শ্রী সৈকত চক্রবর্তীর লেখাটিকে আমি ইচ্ছে করে গুরুত্ব দিচ্ছি। দম আছে, বাপের ব্যাটা, তাই লিখতে পেরেছে। ...

> পাত্রবাবু খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি কাউকে শ্রী বা জনাব বলে সম্বোধন করেন না, কারণ তিনি ধর্ম মানেন না। নামের আগে শ্রী বা জনাব লেখা অনেক দিনের রীতিসম্মত ভদ্রতা, আর হিন্দু পদবিতেই রয়েছে ধর্ম ও জাতের পরিচয়। যেমন, পাত্র মানে হিন্দু মাহিষ্য, আমাদের (চক্রবর্তীদের) সঙ্গে পাত্রদের বিবাহ-সম্বন্ধ হবে না, কারণ ওরা নিম্ন অসবর্ণ। আসলে ওই হিন্দু মাহিষ্য দেখাতে চাইছিলেন, কবীর সুমন ধর্মনিরপেক্ষ নন, তিনি মুসলমান, আর পাত্রবাবু হিন্দু, তাই ধর্মনিরপেক্ষ। 'চাটুজ্জেটা সংস্কৃতি, কবীর তুমি মুসলমান।' ওই হিন্দু মাহিষ্য লিখেছেন, যাকে তাকে ইসলামবিরোধী বলার অধিকার কবীর সুমনকে কে দিয়েছে। হিন্দু মাহিষ্য ঠিক করে দেবেন মুসলমান কবীর সুমন কাকে ইসলামবি্রোধী ভাববেন। বোঝাই যাচ্ছে, হিন্দু মাহিষ্য প্রবীণ তোগাড়িয়ার শিষ্য। তসলিমা নাসরিনের লেখা

থেকে হিন্দু মাহিষ্য জেনেছেন, কবীর সুমন তসলিমার ফাঁসি চেয়েছিলেন। হিন্দু মাহিষ্য নাকি আবার গবেষণা করেন ! কবীর সুমনের লেখা থেকে বক্তব্যের প্রমান দেয়া উচিত ছিল। সে সময় অনেক সভায় কবীর সুমন বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই কথাগুলি হিন্দু মাহিষ্য শোনেননি, সম্ভবত হিন্দু আনন্দবাজার ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে তিনি খবর নেওয়ার চেষ্টা করেন না। একাধিক জায়গায় এ নিয়ে কবীর সুমন লিখেওছিলেন, আজকাল কাগজে সামনের পাতা জুড়ে কবীর সুমনের লেখা বেরিয়েছিল। কোথাও তসলিমা নাসরিনের ফাঁসির দাবি ছিল না। প্রফেট হজরত মহম্মদ এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তসলিমা যে গালাগাল (আক্ষরিক অর্থে) করেছিলেন, তার প্রতিবাদ ছিল। যাঁরা তসলিমার সমর্থনে গলা ফাটিয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবতে চান, তাঁরা যদি 'মহম্মদের জোব্বার বদলে', 'রামকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যর ধুতি বা মা সারদার শাড়ি ইত্যাদির নিচে থাকা হিন্দুধর্ম নামের ধোঁকা' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করতেন, বুঝতাম দম আছে। একটু করে দেখান না, প্রবীণ তোগাড়িয়ার সেকিউলার শিষ্য। ভারতে সংখ্যাগুরুর নিরাপত্তায় ইসলাম নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, বলে পার পেয়ে যাওয়া যায়, সংখ্যাগুরুর ধর্ম নিয়ে ওইরকম একটা বই লিখুন। হিন্দু মাহিষ্য লিখেছেন, কবীর সুমন তাঁর এক পিতৃবন্ধুর কথা বলেন যিনি বিএনপির নেতা; এর পর হিন্দু মাহিষ্য বিএনপি নিয়ে খুবই মামুলি কিছু কথা লেখেন, এমনভাবে লেখেন যেন তিনি কত খবর রাখেন। পিতৃবন্ধু পিতৃবন্ধুই, তিনি বিএনপি কি আওয়ামি লীগ তাতে কী যায় আসে। ৭২ সালে রাজনৈতিক কারণে আমার বাবা চার বছর ঘর-ছাড়া ছিলেন।আমি তখনও জন্মায়নি। আমাদের বড় পরিবার ছিল। বাবা ছিলেন একমাত্র উপার্জনশীল। চার বছর ধরে রাজপুর বাজারের সব্জীবিক্রেতা ইসমাইল শেখ আমাদের বড় পরিবারের আনাজপাতি দিয়ে গিয়েছিলেন, একটি পয়সাও কোনদিন নেননি। মা ও ঠাকুমার কাছে ছেলেবেলা থেকে এই কথা শুনেছি। ইসমাইল শেখ এখনও সব্জী বিক্রি করেন। তিনি সিপিএম না তৃণমূল না কংগ্রেস কী আসে যায়, তিনি আমাদের পরিবারের বন্ধু। এ দেশে যদি তিনি ও তাঁর পরিবার থাকতে না পারেন তাহলে এ দেশটা আমারো নয়। তাঁকে যারা তাড়াতে চাইছে তাদের যেভাবে হোক রুখব, দরকার হলে বোম মারব। আর পিতৃবন্ধুকে নিয়ে কেউ কিছু বললে সামনে পেলে মুখ ভেঙ্গে দেব।'

৮. কবীর সুমন

শেয়ার না করে পারলাম না। ১৯৯২ সাল থেকে কত কী দেখলাম, কত মানুষ দেখলাম। দেখে এলাম, আমার ওপর গণ-আক্রমণ হলে আমার গান এমনকি আমায় যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পান। বাম-আমলে বানিয়ে

তোলা টেলিফোন-কেলেঙ্কারির সময়ে কাগজে আমার নামে নির্জলা গালাগাল-ভরা খবর আর আমার ছবি দেখে কতজন যে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করেছিলেন আমায়, তাঁদের চিনিও না। একজন, বয়স্ক মানুষ, কাঁদতে কাঁদতে আমায় আমারই বাঁধা গান শুনিয়েছিলেন: "বন্ধু, তুমি কেঁদো না, আমারও কান্না আছে..." - নাম বলেননি, মাঝপথেই কেটে দিয়েছিলেন তিনি লাইনটা। - রামকৃষ্ণদা, আপনি আমার অকাল-প্রয়াত নবীন শ্রোতা আকাশের বাবা। ফেসবুকে আপনার লেখা, ছবি দেখলেই এটা মনে পড়ে যায়। ও তো আমারও ছেলে ছিল, শুধু সেই সময়ে জানতাম না আপনি ওর বাবা। আকাশের কসম, আমি জানি আপনিও ব্যথা পেয়েছেন। আপনিও মনে মনে গাইছেন : "বন্ধু তুমি কেঁদো না, আমারও কান্না আছে।" কসম আমার সংগীতের - আমি চিরকৃতজ্ঞ থেকে গেলাম আপনার কাছে।

খুল্লম্ খোল্লা বলছি- সুমন আমার আইকন, তাই বলে ও হিসু করলেও, আহা কি -সুন্দর হিসু বলার লোক নই আমি। তাও দু চার কথা।

(আর পারছিনা চুপ করে থাকতে)

==========

বন্ধু কবীর সুমনকে নিয়ে অনেকেই খিল্লি করছেন- নানা জায়গায়। করুন- এটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

কিন্তু অধিকার আছে বলেই কি, মনগড়া কথা লেখা যায় ?

আমি সুমনের বন্ধু। তাই বলে সব মেনে নেবো , সে রকম যেমন হয় না, তেমনই এই সব অকারণ খিল্লিবাজীও সহ্য করা যায় না।

সুমনের যা ইচ্ছে হয়- সেটা খোলাখুলিই তো বলে ! কোথাও কি লুকিয়েছে কোনোদিন?

ও কার সাথে শুলো, কাকে কি বলল- এটাই সব সময় আলোচ্য বিষয় কেন ?

সুমন রবীন্দ্রনাথ নয়, এটাও যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি সলিল চৌধুরীর পর এরকম সুরকার বা গীতিকার আসেই নি এই পোড়া বাংলায়।

রবীন্দ্রনাথের সময় যদি শক্তিশালী মিডিয়া বা ফেসবুক থাকতো, না জানি কি কাণ্ডই না হতো।

সুমনের গান নিয়ে আমার যা জানা, তাতে একমাত্র আমার বন্ধু প্রশান্ত ভট্টাচার্য লিখে ছিল।

সুমন তার উত্তর যত্ন সহকারে দিয়ে মুখ বন্ধে বলেছিল :-

“রামকৃষ্ণদার পাঠানো শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্যর লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। অনেক দিন পরে দেখছি এক বাঙালি গানবাজনা নিয়ে গানবাজনার কথাই বলছেন, বলতে চাইছেন। এমন লেখা আমি আমার সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এই প্রথম পড়লাম। আমি কৃতজ্ঞ।”

একটা লোক, তসলিমার ফাঁসী চায় নি, তাও জোর করে বলাবে, সুমন ফাঁসি চেয়েছিল- এ কি আজব ব্যাপার!

১৯৯২ সাল থেকে অনেক আশ্রম, তপোবন, তক্ষশীলা, ওপেন হার্ট সার্জারি, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, গৃহহীন শ্রমিকদের জন্য বাড়ি, ট্রেড ইউনিয়নের জন্য তহবিল,নিরন্ন সাবেক কীর্তনশিল্পীর ভরণপোষণ, মা-হারা বেড়াল ছানার অন্নপ্রাশন, কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্ট, ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটির তহবিল - এই সবের জন্য “ইডিয়টের” মতো একক অনুষ্ঠান করে গিয়েছে পরপর।

যেদিন একাধিক মিথ্যে মামলার শিকার হয়েছিল,ওর পাশে জনা চারেক বন্ধু ছাড়া কেউ ছিল না। যাদের জন্য কয়েক বছর বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান করে দিয়েছে তারা কেউ ছিল না।

কয়জন জানেন এই সব কথা ?

সহধর্মিণী বলে একটা কথা আছে, তাই না হয় সুমন সহধর্ম হয়েছে, তাতে কার কটা তলদেশের কেশ ছেঁড়া গেছে ?

আর মুসলমান না হয়েও, মুসলমানদের সম্বন্ধে স্বপক্ষে অনেকেই বলছেন বা অতীতেও বলেছেন।

সুমন কেরেস্তান বা বৌদ্ধ হলে বোধহয় এত কথা হতো না।

খুব টান পড়েছে নাকি তলদেশে সবার ?

যখন ও ছাত্র ছাত্রীদের গানের ক্লাস নিচ্ছে- তখন খালি ছাত্রীদের সঙ্গে ছবিটা এডিট করে সাঁটিয়ে বলা হয়েছে- সুমন মাগীবাজ !

তাও যদি হয়, বেশ – সুমন মাগীবাজ , তাতে অন্যদের হতাশ হবার কি আছে ? নিজেরা মাগীবাজি না করতে পেরে খালি ম্যাগি খাচ্ছে আর বকবক্- ক্ষী আশ্চর্য মাইরি।

তৃণমূল সাংসদ হয়ে মমতার বিরুদ্ধে কেন কথা বলেছিল সুমন? কেউ জানেন?

জানেন না।

শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি :-

একজন সুমনের কাছ থেকে একগাদা সার্টিফিকেট সই করিয়ে নিয়েছিল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা দেবী রেল মন্ত্রী থাকার সময়।

কারণ – সেই সময়ে ওই সার্টিফিকেট থাকলে পরিচারিকাদের কম পয়সায় মান্থলি করা যেত।

তা, যিনি নিয়েছিলেন- তিনি প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট ১০০ টাকা করে বিক্রি করেছিলেন। যেখানে ২০ টাকায় একটা মান্থলি হয়ে যায়, শুধু একটা সার্টিফিকেট থাকলে।

প্রতিবাদ করেছিল সুমন। মমতা দেবী শুনেও শোনেন নি। তার পর থেকেই সুমন জানী দুশমন।

অনেকেই বলেছেন :- সুমন পেনসন পাবার লোভে সাংসদ পদ ছাড়ে নি।

একটা কথা তারা জানে না, সাংসদ হবার পরে, একদিনও যদি লোকসভায় গিয়ে তারপরের দিনই যদি সাংসদ পদ ছেড়ে দেয় কেউ, তা হলেও সেই সাংসদ আজীবন পেনসন এবং অন্যান্য সুবিধে পাবে।

সেন্ট্রাল হলে, হাসতে হাসতে সুজনকে বলেও ছিল সে কথা।

তা হলে, কেন ছাড়ে নি ?

সাংসদের অনুমোদিত টাকায় অঞ্চলে যতখানি উন্নয়ন করা যায়- করবে বলে।

আরও বলেছেন :- সুমন লোকসভায় কোনো প্রশ্ন বলতে গেলে, কিছুই করেন নি।

তাঁরা এটাও জানে না- যে দলে আগে প্রশ্ন জমা দিতে হয়, তারপর দলনেতা অনুমতি দিলে, তারপর প্রশ্ন করা যায়।

দিনের পর দিন সুমনকে এই সব প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় নি।

নিজেও লিখেছে- আমি ইসকনসিসটান্ট।

প্রতিভা ধরেরা ইনকসিসটেন্ট হয়। না হলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কেউ পায় না বা রবি দাদুর মত নোবেলও পায় না।

==========

জানি- এর পরে আমাকে নিয়ে প্রচুর খেস্তাখেস্তি হবে--------- আমার তাতে বয়েই গেলো।

সুমন কবরে যাবে আর আমি উঠবো চিতায়।

৯. পরিচয় পাত্র

এখন যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে সরাসরি খেউড় (একটি কবিগান বিষয়ক বাংলা ছবির মত?), এবং পোস্টে ঘুরলেই বুঝতে পারছি বিকেল হয়ে গেছে, কারণ বেঁটে লোকেদের ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। এবং অনেকের পোস্টে জাদুবাস্তবের ছোঁওয়া লেগেছে, তার রসঘন-রহস্যঘন ভাবভঙ্গী তার উৎকট এবং বর্বর casteist মানসিকতা ঢাকতে পারছে না। খুবই আশ্চর্য, কারণ বাঙালিদের caste নেই, অথচ দেখুন শক্রর এবং সেকুলারের মুখে ছাই দিয়ে কি সুন্দর রবিবারে রবিবারে আনন্দবাজার প্রকাশিত হয়েই চলেছে। ওদিকে দেশের এক নামজাদা প্রকাশনা সংস্থা 'সুবর্ণরেখা' নিয়ে একটি বই প্রকাশ করছেন, ইংরেজিতে প্রথম এ জাতীয় প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘটকের ছবি নিয়ে। আজই বুঝে বুঝে তার সম্ভাব্য সূচীপত্র আমার হাতে এল। খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় হল তাতে আমি এবং মাননীয় কবীর সুমন উভয়েরই লেখা আছে। আমি ভাবছি কি হতে চলেছে। লালন ও কবীরের সন্তান সম্ভবত এই নিম্নবর্ণের লেখকের প্রবন্ধটির পাতাগুলো আগে ছিঁড়ে ফেলবেন বই থেকে, হাজার হোক তিনি উদীচ্য ব্রাহ্মণ তো বটেন (কি সব মাহিষ্য ইত্যাদি ইত্যাদি বলছেন না?)। সম্ভব হলে বইটিকে বেশ করে ধুয়েও নেবেন গঙ্গাজলে। মেলাবেন তিনি মেলাবেন। সুখের বিষয় হল বইতে কুমার সাহানি নামে এক ভদ্রলোকের লেখাও আছে, তিনি আবার ঋত্বিক ঘটকের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন বলে শোনা যায়। গতবছর যখন ওনার সাক্ষাৎকার নিই উনি বলেছিলেন, "If you think what I am saying is junk, say it in your thesis. I like that." তিনি এককালে সিনেমা টিনেমা করেছেন ২-৪ খান, কিন্তু রিলিজ টিলিজ সেভাবে করেনি বলে বেচারি প্রফেট হতে পারলেন না। কে দেখবেন মায়া দর্পণ বা খেয়াল গাথা? তারচেয়ে আসুন আমরা সবাই সবার পিঠ নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে চুল্কে দিই। একদিন এইভাবে আমাদের সর্বাঙ্গে ঘা, খোশ এবং পাঁচড়া ফুটে বেরবে, যেমন আমাদের রাজ্যটির বেরিয়েছে।